কুষ্টিয়ায় করোনায় ১৩ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৩৪

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে করোনায় তারা মারা গেছেন। এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় ৮০১ টি নমুনা সংগ্রহ করে আরও ২৩৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার করোনা ইউনিটে ১৩জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। ২৫০ বেডের করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, শয্যা না থাকায় এখন রোগীদের মেঝেতে ও করিডোরে রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিনই হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

এদিকে, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৮০১ টি নমুনা সংগ্রহ করে আরও ২৩৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯ হাজার জনে। এদিকে, জেলায় লকডাউন কার্যকরে প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। তারা মানুষকে নানাভাবে সচেতন করারও চেষ্টা করছে।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৫৭ জনকে অর্থদণ্ড

সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনের পঞ্চম দিন সোমবার (৫ জুলাই) সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৫৭জনকে অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক

পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই এক সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে সোমবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৬২ টি মামলায় ৪২ হাজার ৩শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৫৭জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৪২ হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় ৮০১ টি নমুনা সংগ্রহ করে আরও ২৩৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে মুমূর্ষু স্ত্রীর পাশে অসহায়

এক স্বামী

কুলসুম বেগম (৫৫) তাঁর দুই হাত তুলে ইশারা করছেন। কিছু বলার চেষ্টা করছেন। কখনো চুপ মেরে যাচ্ছেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। দিশেহারা স্বামী চতুর আলী (৬৫) কখনো হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন।

শিয়রে বসে মুখে হাত বোলাচ্ছেন, মুখের অক্সিজেন মাস্কটি ঠিক করে দিচ্ছেন। মাঝে মধ্যেই ছটফট করে উঠছেন কুলসুম। কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না অসহায় চতুর আলী। স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ইশারার কথা বোঝার চেষ্টা করছেন। কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর কক্ষের এক শয্যায় ঠাঁই হয়েছে কুলসুম বেগমের। কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে।

অক্সিমিটার দিয়ে পরিমাপ করে দেখা গেল, কুলসুমের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৮৩ শতাংশে নেমে এসেছে। দ্রুত একজন নার্স ডেকে রোগীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি দেখার পর জানালেন, রোগীকে ক্যানুলার মাধ্যমে নাক দিয়ে অক্সিজেন দিতে হবে। কুলসুম ও চতুর আলীর বাড়ি কুষ্টিয়া কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায়।

পরিবারে তিন মেয়ে ও এক ছেলে। তিন মেয়ে এখন স্বামীর বাড়িতে থাকেন। একমাত্র ছেলে থাকেন ঢাকায়। গত শুক্রবার কুলসুম করোনা পজিটিভ হন। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন চতুর আলী। বিপদের এই সময়ে সন্তানেরা কেউ পাশে নেই। তাই হাসপাতালে ভর্তির পর থেকে স্ত্রীর পাশে একাই থাকছেন চতুর আলী।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে কুলসুমের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। কোনো কথা বলতে পারছেন না। চোখও মেলতে সমস্যা হচ্ছে। শুধুই ছটফট করছেন। কখনো দুই হাত তুলে কিছু বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইশারার ভাষা কোনোভাবেই বুঝতে পারছেন না স্বামী চতুর আলী। শয্যার এপাশ-ওপাশ করছেন। কখনো স্ত্রীর মাথার পাশে বসে মুখ ধরে বসে থাকছেন।

অক্সিজেন মাস্ক মুখের সঙ্গে শক্ত করে ধরছেন। তবে বেশিক্ষণ অক্সিজেন নিতে পারছেন না কুলসুম। মাঝেমধ্যেই খুলে ফেলছেন। খবর পেয়ে রোগীকে দেখতে আসা নার্স তখন নাক নিয়ে অক্সিজেন দিতে ক্যানুলা কেনার পরামর্শ দেন। স্বামী চতুর আলীর চোখেমুখে তখন

কান্নার ছাপ। কী করবেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কুলসুম বেগমের এই কাহিনি জানার পর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তাপস কুমার সরকার খোঁজখবর নেন। তিনি ওয়ার্ডে দায়িত্বরত চিকিৎসক ও ওয়ার্ড বয়কে ওই রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেন। বলেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যেন তিনবেলা খাবার দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবাটা যেন ওই রোগী পান।

কুষ্টিয়ায় পশুহাট বন্ধ করলেন ইউএনও

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে লকডাউনে পশুর হাট, বন্ধ করলেন ইউএনও। মঙ্গলবার করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন উপেক্ষা করে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুরে বসেছিল পশুর হাট। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক সেখানে উপস্থিত হয়ে পশুর হাট বন্ধ করে দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার।

জানা গেছে, মথুরাপুর পশুর হাটের পূর্বনির্ধারিত দিন মঙ্গলবার সকালে হাটের কার্যক্রম শুরু হয়। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাটে আনা হয় কয়েকশ গরু-ছাগল। হাটে তিন শর বেশি মানুষ উপস্থিত হয়। হাটে স্বাস্থ্যবিধির কোনো বালাই নেই। এখানে আসা লোকজনের মুখে মাস্কও নেই। কঠোর লকডাউনের মধ্যে এমন হাট ও জনসমাগম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে।

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার এসে হাটের কেনাবেচা বন্ধ করে দেন। হাটের আয়োজকরা বলেন, সাপ্তাহিক হাট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্রেতা-বিক্রেতারা চলে আসায় আমাদের কিছু করার ছিল না। প্রশাসন এ ব্যাপারে সহযোগিতা করায় হাট বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে।

হাটের ইজারাদার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাক্কির আহমেদ জানান, করোনার কারনে গেল বছর এবং এবার মিলে হাট মালিকদের লাখ

লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আমার নামে হাট থাকলেও অংশীদার আছে এলাকার ৩০-৩৫ জন। দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার জানান, পশুর হাটটি চলছে জানামাত্রই আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছি। হাটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রেতা- বিক্রেতাদের সরকারি নির্দেশনা মানার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তবে কাউকে জরিমানা করা হয়নি।

করোনাকালে মানবসেবায় অ্যাওয়ার্ড পেলেন কুষ্টিয়ার সাফিনা আঞ্জুম জনী

মহামারী করোনা প্রতিরোধ ও মানবকল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য করোনা ওয়ারিয়র্স এ্যাওয়ার্ড পেলেন কুষ্টিয়ার মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী।

সোনার বাংলা সাংষ্কৃতিক ফাউন্ডেশন ও বঙ্গবন্ধু একাডেমী যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি রাজধানীর কাকরাইলস্থ ডিপ্লোমা ইঞ্জনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে এক অনুষ্টানে এ সম্মানা জানানো হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে করোনাকালীন সময়ে মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী নিজস্ব অর্থায়নে মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার,ঔষধ ও কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করায় এ পদক প্রদান করা হয়।

এছাড়াও তিনি নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। বয়স্কদের যারা সরকারী ভাতার আওতায় আসেনি তাদেরকে প্রতি মাসে ভাতা প্রদানসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে।

সফল এই নারী সাফিনা আঞ্জুম জনি বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের স্বীকৃতি চায়। ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি আমি সামাজিক কর্মকান্ডে

নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং করোনাকালীন এই সংকট মুহুর্ত্বেও আমি ও আমার কর্মীবাহিনীদের নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছি। আামার আজকের এই সম্মাননা এটি কল্যাণের সংগ্রামে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো সকল স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসর্গ করছি। এই পুরষ্কার আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সাফিনা আনজুম জনী এলাকার নারীদের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠা করেছে “নারী বাতায়ন” নামে একটি অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি নারী ও শিশুদের কোরআন শিক্ষা দান, মেডিকেল ক্যাম্প, শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা ও ছবি আঁকানো শেখানোসহ হরিজন পল্লীতে বিনামূল্যে লেখাপড়ার ব্যবস্থাসহ গেলো বছর থেকে করোনাকালীন সংকটে মানুষের মাঝে বিনামুল্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ঔষধ ও কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় সর্বোচ্চ ৪৩২ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত

কুষ্টিয়ার ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো ২০ জন করোনা রোগী মৃত্যু বরণ করেছে। রবিবার সকাল ৮ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮ টা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার নিশ্চিত করে বলেছেন, এদের মধ্যে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত ছিলেন এবং ৩ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৯ রোগীর মৃত্য হয়েছিল।

এনিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় হাসপাতালে ৩৯ জন করোনা রোগী প্রাণ হারায়। আর কঠোর লকডাউনের গত ১৫ দিনে কুষ্টিয়ায় প্রাণ হারান ১২২ জন এবং আক্রান্ত হন ২ হাজার ৫শ ৪৪ জন। সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল হিসেবে ঘোষিত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের দোতলার সবগুলো ওয়ার্ডে

করোনা রোগীতে ঠাসা। শয্যা না পেয়ে মেঝে ও বারান্দায় ঠাসাঠাসি করে রোগীর স্বজনরা সেখানেই শয্যা করেছেন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজ শেখ চ্যালেঞ্জের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের শতাধিক সেচ্ছাসেবক সেখানে নিয়মিত কাজ করছেন। তিনি জানান, বিরামহীণ ভাবে আমাদের ছেলেরা রোগীদের ভর্তি, অক্সিজেন সরবরাহসহ সব সহযোগিতা দিচ্ছে। পাশাপাশি রোটারি ক্লাবের সংগঠক তুষার রতনের নেতৃত্বে আরো একটি স্বেচ্ছাসেবক দল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ও হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের নানান ভাবে সহায়তা করছেন। রতন বলেন, আমরা হাসপাতালে ভর্তি ও বাড়িতে থাকা মুমুর্ষ রোগীদের জন্যেই বিনামুল্যে যখন যা প্রয়োজন সেইসব সহায়তা দিচ্ছি।

২৫০ শয্যার এই হাসপাতালে সোমবারও প্রায় ৩শ করোনা রোগী ভর্তি রয়েছেন। এখানে ৪ শয্যার আইসিইউর পাশাপশি ১০ শয্যার হাই ফ্লু ন্যাজাল ক্যানুলা রয়েছে। সেখানে পর্যায়ক্রমে মুমুর্ষ রোগীদের অক্সিজেন সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং বেশির ভাগই সাধারণ সিলিন্ডারে অক্সিজেন সহায়তা নিচ্ছেন। গত রবিবার একটি ওয়ার্ডে ৩০টি বেডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালু করা হয়েছে। আরো একটি ওয়ার্ডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালুর চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার তাপস কুমার সরকার বলেন, ২৫০ বেডের বিপরীতে আমার এখানে বর্তমানে রোগী ভর্তি আছে প্রায় ৩০০জন। আমরা সাধ্যমত সেবা দিয়ে যাচ্ছি। তবে অক্সিজেনের সংকট ছিলো কিন্তু সোমবার কবেশ কিছু অক্সিজেন পাওয়া গেছে। স্থানীয় সাংসদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে বেশকিছু সিলিন্ডার সরবরাহ করছেন। এতে করে সংকট কিছূটা লাঘব হয়েছে। তবে রোগী বাড়ায় সংকট মিটছে না। সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালু করা হচ্ছে।

আশা করছি সংকট কেটে যাবে। অন্যদিকে ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোর সেবা কার্যক্রম পাশের বেসরকারি মজিবুর রহমান ডায়াবেটিক হাসপাতালে শুরু হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. আনোয়ারুল ইসলাম জানান, নন কভিড রোগীরা করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে হাসপাতালের সেবা পাবেন। এদিকে কুষ্টিয়া জেলা জুড়ে কঠোর লকডাউনের ১৫তম দিনেও সোমবারও মানুষজনকে অবাধে চলাচল করতে দেখা গেছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় আজ রেকর্ড ১২২১ নমুনা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৪৩২ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত।

মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন মিরপুরের যুবলীগ নেতা বিটু

“মানুষ. মানুষের জন্য.. জীবন জীবনের জন্য.. একটু সহানূভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু! হ্যাঁ সমাজের কিছু মানুষ এখনো রয়েছে যারা বিপদে নিজের সবটুকু দিয়ে মানুষের পাশে দাড়াঁয়, সাহায্য-সহানুভূতির মাঝে অসহায়, দুঃস্থ্য মানুষের পাশে সমাজের অনেকেই দাড়াঁয় বিশেষ করে এ ভয়াবহ কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)সংক্রমনের সংকট কালীন সময়ে কেউ নীরবে আবার কেউ প্রকাশ্যে সহযোগিতা করে যাচ্ছে অসহায়, দুঃস্থ্য, প্রতিবন্ধী, কর্মহীন, ঘর বন্দী মানুষ দের।

তবে এ সংকটকালীন সময়ে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকা কিছু মানবিক মানুষের মধ্যে অন্যতম একজন সাদা মনের মানুষ হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বাসিন্দা শাকিলুর রহমান বিটু। তিনি মিরপুর উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

উপজেলার চুনিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা তরুন সমাজ সেবক শাকিলুর রহমান বিটু অতীতের মতো এখনো মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমনের এ সংকট কালীন সময়ের শুরু থেকে অসহায়, দুঃস্হ, কর্মহীন, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং ঘর বন্দী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কখনো নিজের উদ্যোগে তিনি পিপিই, মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, শিশু খাদ্য, রান্না করা খাবার, চাউল,ডালের মতো খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছেন।

শাকিলুর রহমান বিটু জানায়, করোনা ভাইরাস সংক্রমনের শুরু থেকে আজ অবধি আমি আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আমার সাধ্য অনুযায়ী মানুষ কে সহযোগিতা করে আসছি। মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরন এছাড়াও অসহায়, দুঃস্থ্য, প্রতিবন্ধী, কর্মহীন, ঘর বন্দী এবং শিশুদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, রান্না করা খাবার, বিতরন করে যাচ্ছি।

এছাড়াও প্রতিনিয়ত আমি পিপিই, মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান বিতরণ করে চলেছি। বর্তমানে কঠোর এ লকডাউনের সময় আমি ব্যক্তিগত

উদ্যোগে ভ্যানচালক ও অটোচালকসম কর্মহীনদের মাঝে চাল ও মসুরের ডাল তাদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে থাকি। যাতে করে তাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসে।

তবে এমন মহতি কাজের সাথে তার আত্মিয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাকে সহযোগীতা করে থাকে বলেও জানান তিনি। বিটু আরো জানায়, যত দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তত দিন পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিবো আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি মানুষ কে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছি এবং আজীবন করবো ইনশাল্লাহ্।

কুষ্টিয়ায় সেতু এনজিও পক্ষ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

করোনা আক্রান্তদের সেবা নিশ্চিতে সেতু এনজিও পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সেতু এনজিও এর সভাপতি শহিদুল্লাহ সেখের পক্ষ থেকে ১০ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাপস কুমার সরকারের হাতে সিলিন্ডারসহ সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেন।

সেতু এনজিও সূত্র জানায় করোনার শুরু থেকেই সেতু এনজিও অসহায় মানুষের পাশে রয়েছে। সরকারি সকল নির্দেশনা অনুযায়ী অসহায়দের খাদ্য সহায়তা, করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখতে জনসাধারণের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত রোগীদেরকেও সহযোগীতা করা হয়েছে।

এ সময় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক, রোটারিয়ান ও জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক অজয় সুরেখা, সেতু এনজিও পরিচালক মফিজুল ইসলাম, সমন্বয়কারী নাজমুন নাহার, অর্থ ব্যবস্থাাপক সাহানাজ পারভীন, আইটি সম্পাদক সঞ্জয় কুমারসহ চিকিৎসকের কর্মকর্তাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সেতু সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল কাদের জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করোনায় রোগীদের সেবা নিশ্চিত করতে অন্যান্যদের পাশাপাশি সেতু এনজিও রয়েছে। করোনার শুরু থেকেই কর্মহীনসহ অসহায়দের খাদ্য সহায়তা দিয়ে এসেছি।

করোনা আক্রান্তদের সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিনামূল্যে মাস্ক ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের চিকিৎসা চলবে ডায়াবেটিক হাসপাতালে

করোনা রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম পোহাচ্ছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা। করোনা রোগীর চাপ এতটায় তীব্র এই হাসপাতালে করোনা ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
ইতিমধ্যে পুরো হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে হাসপাতালে আগত অনান্য রোগীদের চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সোমবার থেকে কুষ্টিয়া সদর আসনের সাংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের পরামর্শক্রমে পার্শ্ববর্তি কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের রোগী দেখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
সেই সাথে কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক হাসপাতালের ওয়ার্ডের রোগী ভর্তিও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আগে ১৩ দিন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের রোগী দেখা বন্ধ ছিলো। করোনাকলীন এই দুর্যোগে চিকিৎসা সেবা যাতে ব্যাহত না হয় এজন্য সহযোগীতার হাত বারিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান

মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালে সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু ও সাধারণ সম্পাদক মোশফেকুর রহমান টর্লিন।

হাসপাতালের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু বলেন, কুষ্টিয়া সদর আসনের সাংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের পরামর্শক্রমে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা সেবা দিতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সরাও সহযোগীতা করবে।

উল্লেখ্য কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতাল ডায়াবেটিস রোগীদের সামগ্রিক কল্যাণে নিবেদিত নিবন্ধিত একটি সামাজিক, অলাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামের সঙ্গে সেবা প্রদান করে এ অঞ্চলের একটি অন্যতম চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

কুষ্টিয়ায় আকিজ গ্রুপের পক্ষ থেকে হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা হস্তান্তর

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) হস্তান্তর করা হয়।

আকিজ গ্রুপের নিজস্ব অর্থায়নে আদ্বদীন হাসপাতাল কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক রবিউল আওয়াল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসব প্রদান করেন।

অনুষ্ঠাবে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলদার হোসেন, বিএমএ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও কুষ্টিয়া

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ এসএম মুস্তানজীদ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ এমএ মোমেন, হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএম) ডাঃ তাপস কুমার সরকার, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সালেক মাসুদ, সার্জারী ডাঃ সুরেস কুমার তুলসান, গাইনী এ্যান্ড অব্স ডাঃ মনোরমা সরকার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরমান হোসেন, ডাঃ খালিদ সাইফুল্লাহ সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মকতাগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আকিজ গ্রুপের পক্ষে জানানো হয়, করোনা মোকাবিলায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ২টি হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) দিয়ে সহযোগিতা করছে এবং আকিজ গ্রুপের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

হাসপাতালের পরিচালক আকিজ গ্রুপকে এই মানবিক সেবায় এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৯২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।
এদিকে গত ৭ দিনে কুষ্টিয়ায় ১৪১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর এই ৭ দিনে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।